দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

16 Report

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাংচুরের ঘটনায় ৩০ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

গত বছরের ২২ আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাংচুরের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির হাতে ঝুলে আছে প্রায় ৩০ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন। উক্ত ঘটনায় সারাদেশে দায়ের করা মামলাগুলো সরকার ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি এ ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ফলে মামলা প্রত্যাহার হলেও শিক্ষা জীবন নিয়ে এখনও উৎকণ্ঠায় রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের জের ধরে গত বছরের ২২ আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে উত্তেজিত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ভবনে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এ ঘটনায় জরুরি সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর মনসুর উদ্দিন আহমদকে প্রধান করে চার সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এ পর্যন্ত ১২৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র। এছাড়াও রয়েছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা যায়, তদন্ত প্রতিবেদনে অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। কমিটির এক সদস্য জানান, কয়েকটি ক্যাটাগরিতে শাস্তির ধরন নির্ধারণ করা হবে। সে হিসাবে সর্বোচ্চ ২ বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সম্ভাবনাও রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ জনকে এ ঘটনার সাথে জড়িত হিসাবে সনাক্ত করা গেছে বলে উক্ত সদস্য জানান। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির প্রধান প্রফেসর মনসুর উদ্দিন আহমদ জানান, 'তদন্ত কমিটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তবে, ভর্তি পরীক্ষার ঝামেলার কারণে আমরা অনেক দিন বসতে পারিনি। ভর্তি কার্যক্রম শেষ হলে কমিটির সবাই বসে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'